দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 0 0 MAR 1989
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

029

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা

অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক সময় শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেহেতু দেশে এখনো ধনী-গরীবের সংখ্যা সমপর্যায়ে আসেনি সে কারণে দরিদ্র অভিভাবকদের কাছে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা/উচ্চ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা একটি অপ্রতিরোধ্য বাধা হয়ে দেখা দেয়। শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার মতো যথাযথ সামর্থ্য না থাকলে শিক্ষার পথে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। শিক্ষার উপকরণাদি প্রচুর আর এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আবশ্যক। আর্থিক সংকটের কারণে আমাদের দেশে এখনো অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। লেখা-পড়ার পাশাপাশি গৃহ-শিক্ষকতা কিংবা কোন চাকরি করে অনেক ছাত্রকে লেখা-পড়া চালাতে হচ্ছে। শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহই তাদেরকে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু যাদের লেখা-পড়া চালাবার জন্য অর্থোপার্জনের তেমন ধৈর্যশক্তি থাকে না। তারা লেখা-পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আর এরকম পরিস্থিতির শিকার দরিদ্র। দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা আমাদের দেশে কম নয়।

অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাই এজন্য দায়ী। অর্থের সীমাহীন প্রাচুর্যতা নয়, চাহিদানুযায়ী স্বচ্ছলতাই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজন একথা এজন্য বলা হচ্ছে, ধনী/উচ্চবিত্ত শ্রেণীর প্রায় সব ছাত্র-ছাত্রীরাই শিক্ষার সুযোগ পেলেও অর্থনৈতিক প্রাচুর্যতার কারণে অনেকেই সুযোগের অপব্যবহার করে। অভিভাবকের চেষ্টা থাকে পরিবারকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে অর্থনৈনিক স্বচ্ছলতার দিকে এগিয়ে নেয়া। দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষায় অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। তাই শিক্ষার জন্য প্রয়োজন পারিবারিক স্বচ্ছলতা, যাতে শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়ের অব্যাহত শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহন সুনিশ্চিত হয়।

—ফাহিম নাজ (স্বর্ণা)

শিশু শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে। আমাদের মত একটি অনুন্নত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বেশীরভাগ তালিকাভুক্ত ছাত্র/ছাত্রী তাদের কোর্স শেষ না করেই লেখাপড়া ক্ষান্ত দেয়। এর কারণ বহুবিধ যথাঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, শারীরিক প্রভৃতি।

কিন্তু আমাদের দেশের শিশু-কিশোররা জাতির ভবিষ্যত উৎপাদিকা শক্তি, দেশের কর্ণধার, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনন্য সৈনিক। দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের এই ড্রপ আউট বন্ধ করতে হবে এবং প্রতিটি মানবশক্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতাসম্পন্ন করে তুলতে হবে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। শহর ও গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বিরাট বৈষম্য। এই বৈষম্যের কারণে সামাজিক মেরুকরণ হচ্ছে। যারা বেশী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে তারাই মানুষ হয়ে অনেক সুযোগ লাভ করছে।

আর যারা পাচ্ছে না তারা নিরক্ষর, অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। দেশের ৬০% এর উপর জনগণ ভূমিহীন এবং প্রায় ৮০% দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। সুতরাং, দেশের অধিকাংশ শিশু-কিশোর যারা গ্রামে বাস করে তাদের শিক্ষার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। তাদের স্কুল ছেড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। সাথে সাথে এগুলোকে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের প্রতিটি শিশু-কিশোরকে জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত উৎপাদিকাশক্তি ও কর্ণধার হিসেবে গড়ে তোলার চিন্তা করে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাদের প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটাতে হবে। তবেই দেশ হবে স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী ও বিশ্বের কাছে সম্মানিত।

—মোঃ মুজিবুর রহমান